শানে ফারুকে আযম رضي الله عنه

20-August-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْئٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ অর্থাৎ নিশ্চয় দোয়া জমিন ও আসমানের মাঝখানে ঝুলে থাকে এবং এর উপরে কোন জিনিষ যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা **আপন নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ করে নিবে না।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিতর, বাবু মাজাআ ফি ফদলিস সালাত..., ২/২৮, হাদীস ৪৮৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✻ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه!, اُذْكُرُ اللّٰه!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর

প্রদান করবো। ✻ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ✻ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ✻ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ✻ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইসলামী বছরের প্রথম মাস মুহাররামুল হারাম অনেক বিষয়ে বৈশিষ্টপূর্ণ, যেমন; এই মাসে **"কারবালার ঘটনা"** সংগঠিত হয়েছিলো। হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে সাহায্য করা হয়েছিলো। ফেরাউন এবং ফেরাউনীরা ধ্বংস হয়। হযরত নূহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নৌকা **"জুদী পাহাড়ে"** অবস্থান। হযরত ইউনুস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মাছের পেঠ থেকে মুক্তি লাভ। হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর তাওবা কুবল হয়েছে। (ওমদাতুল কারী, কিতাবুস সাওম, ৮/২৩৩) তাছাড়াও আরো অনেক বৈশিষ্ট রয়েছে কিন্তু এর প্রথম তারিখ আমীরুল মুমিনিন, মুসলমানদের মহান খালীফা, হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে যে, এইদিন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ শাহাদত বরণ করেন। তো আসুন! এপ্রসঙ্গে আজ আমরাও আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শান সম্পর্কে শুনি। আসুন সর্বপ্রথম একটি অসাধারণ ঘটনা শ্রবণ করি।

সত্য ও সততার রক্ষকের জান্নাতী প্রাসাদ

"ফয়যানে ফারুকে আযম" কিতাবের ২য় খন্ডের ১৬৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: আমীরুল মুমিনিন হযরত আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: একবার আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে বলুন যে, মেরাজের রাতে আপনি জান্নাতে কি কি দেখেছেন? **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে ওমর বিন খাত্তাব! যদি আমি তোমাদের মাঝে এত দীর্ঘ সময় থাকি, যত সময় হযরত নূহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে (এক হাজার

বছর) ছিলেন এবং আমি তোমায় জান্নাতের ঘটনাবলী ও দর্শনাবলী সম্পর্কে বলি তবুও তা শেষ হবে না। কিন্তু হে ওমর! যখন তুমি আমাকে এটা বলেই দিয়েছো যে, আমাকে জান্নাতের বিষয় সম্পর্কে বলুন তাই আমি তোমায় বলছি, যা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বলিনি। (এবং তা হলো যে,) আমি জান্নাতে এমন একটি আলিশান প্রাসাদ দেখেছি, যার চৌকাঠ জান্নাতী জমিনের নিছে ছিলো এবং এর উপরের অংশ আরশের মাঝখানে ছিলো। আমি জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাইল! তুমি কি ঐ আলিশান প্রাসাদ সম্পর্কে জানো, যার চৌকাঠ জান্নাতী জমিনের নিচে এবং উপরের অংশ আরশের মাঝখানে? তখন জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি জানিনা। আমি আবারো জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাইল! সেই প্রাসাদের আলো তো এমন, যেমন দুনিয়ায় সূর্যের আলো, চলো এটাই বলো যে, এতে কে যাবে এবং এতে কে অবস্থান করবে? তখন হযরত জিব্রাইল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: يَسْكُنُهَا وَ يَصِيْرُ اِلَيْهَا مَنْ يَّقُوْلُ الْحَقَّ وَيَهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ الْحَقُّ لَمْ يَغْضِبْ وَمَاتَ عَلَى الْحَقِّ অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই প্রাসাদে সেই থাকবে, যে শুধু সত্য কথা বলে এবং সত্যের হেদায়ত করে, যখন তাকে কেউ সত্য কথা বলে তখন সে রাগ করে না এবং তার সত্যের উপরই ইন্তিকাল হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাইল! তুমি কি তার নাম জানো? আরয করলেন: জি হ্যা! **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সে একজনই তো ব্যক্তি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাইল! সেই একজন কে? আরয করলেন: **হযরত ওমর বিন খাত্তাব** رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। একথা শুনে আমীরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝে ভাবাবেগ শুরু হয়ে গেলো এবং তিনি বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পরে গেলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: "এই ঘটনার পর আমরা কখনো আমীরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর চেহারার হাসি দেখিনি, এমনকি তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, বাবু ফাযায়িলে সাহাবা, ফসলে ফারুক, ৬/২৬৪, হাদীস ৩৫৮৪৪)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো! আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শান খুবই অনন্য, তাঁর শান হলো; নূরী ফিরিশতাদের সর্দার হযরত জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام কেও তাঁর শান বর্ণনা করতে দেখা যাচ্ছে,

কিন্তু এর পাশাপাশি এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হলো যে, নিজের ফযীলত শুনেও আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একনিষ্ট ও বিনয়ী ছিলেন আর প্রত্যক্ষদর্শীরা এটাও দেখেছেন যে, এই ঘটনার পর তাঁর **চেহারায় কখনোই হাসি আসেনি,** এমনকি এই অবস্থাতেই তিনি দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়ে গেছেন। আহ! আমীরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সদকায় আমাদেরও সত্যিকার একনিষ্টতা ও বিনয় নসীব হয়ে যাক। আসুন! তাঁর বিনয়ভরা আরো একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

হঠাৎ দুইটি বাঘ চলে আসল

বর্ণিত আছে: রোমের বাদশাহের প্রেরিত এক আযমী (আরবী নয়) ব্যক্তি মদীনা শরীফ এলো এবং লোকেদের নিকট আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঠিকানা জানতে চাইলো, লোকেরা বললো: তাঁকে তো দুপুরবেলা শহরের বাইরে বাগানে আরাম করা অবস্থায় তুমি পাবে। সেই আযমী ব্যক্তি খুঁজতে খুঁজতে তাঁর নিকট পৌঁছে গেলো, দেখলো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর চামড়ার চাবুক মাথার নিচে রেখে মাটির উপর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সেই আযমী ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে কোষ থেকে তরবারি বের করে সামনে অগ্রসর হলো যে, সে তাঁকে হত্যা করে পলিয়ে যাবে, কিন্তু সামনে অগ্রসর হতেই হঠাৎ সে দেখলো যে, দু'টি বাঘ তার উপর আক্রমন করার জন্য উদ্ধ্যত হয়ে আছে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে সে ভয় ও আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো, যার কারণে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জেগে গেলেন এবং দেখলেন যে, আযমী লোকটি খোলা তরবারী হাতে থরথর করে কাঁপছে। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার চিৎকার ও আতঙ্কের কারণ জানতে চাইলেন, তখন সে সত্যি সত্যি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো এবং উচ্চ আওয়াজে কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো। আমীরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার সহিত খুবই দয়াদ্র আচরণ করে তার অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। **(ইযালাতুল খাফা, ফসলু রাবেয়ে, ৪/১০৯)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! সাহাবীয়ে রাসূল হযরত ওমর ফারুখে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমীরুল মুমিনিন ছিলেন, সাড়ে বাইশ লক্ষ বর্গমাইলের উপর শাসন প্রতিষ্ঠা ছিলো, হাজারের বেশি সৈন্যবাহিনীর কমান্ডার এবং লাখো কোটি মানুষ তাঁর

অধিনে ছিলো। তিনি যদি চাইতেন তবে আলিশান প্রাসাদ বানাতে পারতেন, সেই প্রাসাদে সব ধরনের সুযোগ সুবিধার (Facilities) ব্যবস্থা করতে পারতেন, সারা দুনিয়ার আরাম আয়েশের সরঞ্জামাদী জড়ো করতে পারতেন, মন খুশি করার শানদার বাগিছা বানাতে পারতেন, নির্মাণ শৈলির অনন্য নিদর্শন বানাতে পারতেন, সুন্দর সুন্দর পাখি ও আকর্ষনীয় প্রাণী জড়ো করতে পারতেন, পরিছন্ন পানির আলিশান হাউজ বানাতে পারতেন, চাকর এবং গোলামের লাইন লাগিয়ে দিতে পারতেন, সেই প্রাসাদে আলিশান কক্ষ বানিয়ে রেশমের গালিচা এবং পর্দা লাগিয়ে নিতে পারতেন, আরাম করার জন্য নরম বিছারর ব্যবস্থা করিয়ে নিতে পারতেন, মোটকথা! যদি তিনি চাইদেন তবে খুবই আরাম ও প্রশান্তিময় এবং সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি এরূপ কিছুই করেননি বরং অবস্থা এমন ছিলো যে, মাটিতেই বিশ্রাম করে নিতেন। কিন্তু অপরদিকে মুসলমানদের একটি অংশের অবস্থা এমন যে, তারা সম্পদ ও দুনিয়াবী পদের নেশায় মত্ত হয়ে গর্ব ও অহঙ্কার বরং অসংখ্য মন্দের চোরাবালিতে ফেঁসে যাচ্ছে। অনেকে যখন কোন পদবী পেয়ে যায় তখন সে শয়তানি কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, নিজের চেয়ে কম মর্যাদাবান মুসলমানকে অপমান ও অপদস্ত করে এবং অনেক ব্যাপারে দাম্ভিকতা দেখায়।

অথচ যে দুনিয়াবী ধন সম্পদ এবং প্রসিদ্ধির মালিক, তার তো আরো বেশি সতর্কতার প্রয়োজন যে, জানিনা এই দনিয়াবী নেয়ামত তাকে অহঙ্কারের আপদে লিপ্ত করে **আল্লাহ পাকে**র অসন্তুষ্টির কারণ না হয়ে যায়। অহঙ্কার এমন একটি মন্দ অভ্যাস, যার কারণে বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতে অপমানিত ও অপদস্ত হয়ে যায়।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার অন্তরে সরীষা দানা পরিমাণও ঈমান থাকবে, যে দোযখে প্রবেশ করবে না আর যার অন্তরে সরীষা দানা পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(মুসলিম কিতাবুল ঈমান, বাবু তাহরীমিল কুবরা ওয়া বয়ানুহু, ৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৪৮)

অহঙ্কারের নিদর্শন ও ক্ষতি সমূহ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! অহঙ্কার এমন ধ্বংসময় বাতেনী রোগ যে, তা নিজের সাথে আরো অনেক মন্দ বিষয়কে সাথে নিয়ে আসে এবং অসংখ্য কল্যাণ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে দেয়।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অহঙ্কারী মানুষ বিনয়ীও হতে পারে না, যা তাকওয়া ও পরহেযগারিতার মূল, বিদ্বেষও (মনের মাঝে লুকায়িত শত্রুতা) ছাড়তে পারে না, নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলে, এই মিথ্যা সম্মানের কারণে রাঘ ছাড়তে পারে না, হিংসা থেকে বাঁচতে পারে না, কারো কল্যাণ করতে পারে না, অন্যের উপদেশ গ্রহন করা থেকে বঞ্চিত থাকে, মানুষের গীবতে লিপ্ত হয়ে যায়, অহঙ্কারী মানুষ নিজের মান রাখার জন্য সকল প্রকার মন্দ কাজ করতে বাধ্য হয়ে যায় এবং সমস্ত ভাল কাজ করা থেকে অপারগ হয়ে যায়। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৪২৩) তিনি আরো বলেন: অহঙ্কারের প্রকাশ কখনো তো মানুষের আচার আচরণ ও শান্ত ভাব থেকে হয়, যেমন; (সামনের জনকে নিকৃষ্ট এবং নিজেকে তার চেয়ে উচ্চ প্রমাণ করার জন্য) মুখ ফুলিয়ে রাখা, নাক সিটকানো, কপালে ভাঁজ ফেলা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানো, মাথা একদিকে কাত করে রাখা, পায়ের উপর পা রেখে বসা, হেলান দিয়ে খাওয়া, দাম্ভিকতার সহিত চলা ইত্যাদি এবং কখনো কথাবার্তায় যেমন; কাউকে এরূপ বলা: তুমি আমার সামনে কিছুই নও, তোমার কি সাহস যে, আমায় জবাব দাও? এভাবে বিভিন্নভাবে কথা ও কাজের মাধ্যমে অহঙ্কারের প্রকাশ পেতে পারে, অতঃপর কোন কোন অহঙ্কারীর মাঝে অহঙ্কার প্রকাশের সকল অবস্থাও পাওয়া যায় এবং কারো মাঝে কিছু।

কিন্তু মনে রাখবেন! এসকল বিষয় তখনই অহঙ্কার হবে যখন অন্তরে অহঙ্কার বিদ্যমান থাকে, শুধু এই সকল বিষয়কে অহঙ্কার বলা যাবে না।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৪৩৪)

মনে রাখবেন! **"অহঙ্কার"** সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী এবং এই ধ্বংসময় রোগ থেকে বাঁচার পদ্ধতি **জানাও ফরয**। এবার আমরা এটাও শুনবো যে, অহঙ্কার কিরূপ ধ্বংসময় রোগ, যেই দূর্ভাগার এই রোগ হয়ে যায় তাকে ধ্বংসের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং অবশেষে দোযখের হকদার বানিয়ে দেয়, সুতরাং নিরাপত্তা এতেই যে, আমরা যেনো নিজের দূর্বল শরীরের প্রতি সহানুভুতিশীল হই এবং দোযখের বিপর্যয় সমূহের প্রতি নিজেকে ভীত করি, যখনই নফস ও শয়তান কোন মুসলমানকে নিকৃষ্ট মনে করা এবং গর্ব ও অহঙ্কার প্রকাশ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে তখন মানুষের তার নিজের অতীত, নিজের সময় এবং **আল্লাহ পাকের** দান

সমূহের প্রতি চিন্তা করা উচিৎ। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে বিনয়ী হওয়া এবং অহঙ্কার থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! প্রথম ঘটনাটিতে আমরা শুনেছিলাম যে, হযরত জিব্রাইল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام আমীরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর এই গুণাবলী বর্ণনা করেছিলেন যে, তিনি সত্য কথা বলেন, সত্যের প্রতি হেদায়ত করেন এবং সত্যের উপরই এই দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়ে যান। আসলেই তাঁর শান এটাই ছিলো যে, তাঁর মুখ দিয়ে সত্যই বের হতো, তিনি সত্যের দিকেই হেদায়ত করতেন এবং সত্যের উপরই এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, এর চেয়ে বেশি তাঁকে সত্যবাদী বলার আর কি দলীল হতে পারে যে, অসংখ্যবার এমন হয়েছে, তিনি যে সম্পর্কে কিছু বলে দিতেন তখন কোরআনে পাকের আয়াত এই বিষয়েই অবতীর্ণ হতো যা তিনি বলেছিলেন।

হযরত মুজাহিদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: كَانَ عُمَرُ يَرَى الرَّأْيَ فَيَنْزِلُ بِهِ الْقُرْآنُ অর্থাৎ আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন কোন অভিমত (Opinion) দিতেন তখন সেই অনুযায়ী কোরআনে পাক অবতীর্ণ হয়ে যেতো।

(তারিখুল খোলাফা, ৯৬ পৃষ্ঠা। আস সাওয়ায়িকিল মাহরাকা, ৯৯ পৃষ্ঠা)

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শাহজাদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: যখন কোন ব্যাপারে বিভিন্ন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان থেকে মত চাওয়া হতো এবং পাশাপাশি যখন আমার সম্মানিত পিতাও নিজের মত দিতেন তখন কোরআনে করীম তাঁর মত অনুযায়ীই অবতীর্ণ হতো।

(ফাযায়িলিস সাহাবাতি, ওয়ামান ফাযায়িলে ওমর বিন খাত্তাব, ১/৪১৫, হাদীস ৪৮৮। তারিখুল খোলাফা, ৯৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কোরআনে পাকে প্রায় বিশটি (২০) আয়াতে মুবারাকা এমন যে, যা আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কথা বা কাজের সমর্থনে (Confirmation) অবতীর্ণ হয়েছে। আসুন এরূপ কয়েকটি আয়াতে করীমা এর শানে নুযুল সহকারে শুনি।

প্রথম আয়াতে মুবারকা মকামে ইব্রাহিম সম্পর্কীত

হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব **বুখারী শরীফে** রয়েছে: হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: তিনটি বিষয়ে **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে আমার সাথে সামঞ্জস্যতা হয়েছে (তার মধ্যে একটি হলো যে,) আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলাম: لَوِ اتَّخَذۡنَا مِنۡ مَّقَامِ اِبۡرَاهِيمَ مُصَلًّى অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! যদি আমরা মকামে ইব্রাহিমকে মুসল্লা (অর্থাৎ নামায পড়ার স্থান) বানাই (তবে কেমন হবে?) তখন **আল্লাহ পাক** এই আয়াতে মুবারাকা আমার সমর্থনে অবতীর্ণ করে মকামে ইব্রাহিমকে মুসল্লা (অর্থাৎ নামায পড়ার স্থান) বানানোর আদেশ ইরশাদ করলেন:

وَاتَّخِذُوۡا مِنۡ مَّقَامِ اِبۡرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: (হে মুসলমানেরা!) ইব্রাহিমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থান বানিয়ে নাও।

(বুখারী, কিতাবুস সালাত, বাবু মাজাই ফিল কিবলাতি..., ১/১৫৮, হাদীস ৪০২)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! এবার শুনি যে, **মকামে ইব্রাহিম কি?** কোথা থেকে এসেছে?

মকামে ইব্রাহিম কি?

মকামে ইব্রাহিম হলো সেই মুবারক পাথর, যার উপর চড়ে **আল্লাহ পাকের** প্রিয় নবী হযরত ইব্রাহিম عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام **কাবাতুল্লাহ** শরীফের দেয়াল উঁচু করেছিলেন, তিনি عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام যখনই এতে কদম মুবারক রেখেছেন তখন বিশেষকরে সেই অংশ **আল্লাহ পাকের** কুদরতে মাটির ন্যায় নরম হয়ে গেলো এবং তাঁর কদমের চিহ্ন এতে অংকিত হয়ে গেলো আর অবশিষ্ট অংশ অবিকৃত রয়ে গেলো। এটি তাঁর অনেক মহান একটি মুজিযা ছিলো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: আমি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: রুকন (হজরে আসওয়াদ) এবং মকামে ইব্রহিম জান্নাতী ইয়াকুতের দু'টি ইয়াকুত, যদি **আল্লাহ পাক** এই দু'টির নূর মিটিয়ে না দিতেন তবে তা পূর্ব পশ্চিমের সকল জিনিষকে আলোকিত করে দিতো।

(তিরমিযী, কিতাবুল হজ্ব, বাবু মাজাআ ফি ফদলিল হাজর..., ২/২৪৮, হাদীস ৮৭৯)

মকামে ইব্রাহিম খানায়ে কাবা থেকে প্রায় ১৩ মিটার পূর্বদিকে অবস্থিত। এই পাথরে একটি কদম মুবারকের চিহ্নের গভীরতা দশ সেন্টিমিটার এবং দ্বিতয়টি নয় সেন্টিমিটার, সেই পাথরে এখন আর হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মুবারক আঙ্গুলের চিহ্ন নেই, এর কারণ হলো যে, পূর্বে এই পাথরটি কোন ফ্রেম বা বক্স ইত্যাদিতে সংরক্ষিত ছিলো না এবং আশিকরা এর থেকে বরকত অর্জনের জন্য তা চুমু খেতো, এই কারণে আঙ্গুলে চিহ্ন মিটে গেছে। এখনও এই পাথর **বায়তুল্লাহ** শরীফের দালানের পাশেই কাঁচের একটি বক্সে আবদ্ধ করে রাখা আছে। এর যিয়ারতও করা যায়। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে বায়তুল্লাহ শরীফ এবং মকামে ইব্রাহিমের যিয়ারতসহ মক্কা মদীনার বারবার বাআদব উপস্থিতির তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সমর্থনে অবতীর্ণ হওয়ার আয়াতে করীমা সম্পর্কে শুনছিলাম, আসুন! আরো একটি আয়াতে করীম যা তাঁর মতের সমর্থনে অবতীর্ণ হয়েছে তার শানে নুযুল এবং বিস্তারিত বিবরন শুনি।

দ্বিতীয় আয়াতে মুবারাকা পর্দার হুকুম সম্পর্কীত

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফরুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: اِنَّ نِسَاءَكَ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ اَمَرْتَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْحِجَابِ অর্থাৎ আপনার নিকট নেককার ও গুনাহগার লোকেরা আসে, তো আপনি উম্মাহাতুল মুমীনিনকে (অর্থাৎ মুমিনদের মা'দেরকে رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ) হিজাবে (পর্দায়) থাকার আদেশ প্রদান করুন। তাঁর মতের সমর্থনে এই পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে নবী! আপন বিবিগণ, শাহজাদীগণ ও মুসলমানদের নারীগণকে বলে দিন, যেনো তারা নিজেদের চাদরের একাংশ স্বীয় মুখের উপর ঝুলিয়ে রাখে, এটা এ বিষয়ের

يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۵۹﴾
(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৯)

অধিকতর নিকতবর্তী যে, তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে; ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না আর **আল্লাহ** ক্ষমাশীল, দয়াবান।

(বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু কওলুহু লা তাদখুলু..., ৩/৩০৪, হাদীস ৪৭৯০)

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে এই আয়াতে করীমর আলোকে রয়েছে: (এই আয়াতে **আল্লাহ পাক**) ইরশাদ করেন: **হে প্রিয় হাবীব** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আপনি আপনার পবিত্র বিবিগণ, আপনার শাহজাদীগণ এবং মুসলমানদের মহিলাদেরকে জানিয়ে দিন যে, যখন তারা কোন প্রয়োজনে ঘর থেকে বাইরে বের হতে হয় তখন তারা যেনো তাদের চাদরের একটি অংশ নিজের মুখে দিয়ে রাখে। (সীরাতুল জিনান, ৮/৯৪)

পর্দা এবং মহিলারা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই আয়াতে করীমায় সমস্ত মুসলমান মহিলাদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, যখনই বাইরে বের হবে তবে হিজাব (পর্দা) করে এবং ভালভাবে শরীর ঢেকে বের হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দ্বীন ইসলামের এই মর্যাদা (Honour) অর্জিত যে, তা পবিত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদেরকে অনন্য নিয়ম কানুন প্রদান করেছে। ঐসকল বিষয় যা সমাজে লজ্জা শরমকে প্রসার করাতে প্রতিবন্ধক, আমাদের দ্বীন তা শেষ করতেও খুবই উত্তম এবং সুন্দর শিক্ষা প্রদান করে। যৌন অনুভূতি উত্তেজক লিখনী এবং অশ্লিলতা, পবিত্র সমাজের জন্য বিষাক্ত ঘাতকের ভূমিকা পালন করে, দ্বীন ইসলাম যেমন এই বিষয়গুলোকে নিঃশেষ করতে জোড় দিয়েছে, তেমনি এর উপকরন সমূহকে শেষ করার প্রতিও মনযোগ দিয়েছে, যা দ্বারা অশ্লিলতা, নির্লজ্জতা প্রসারিত হতে পারে। এই কারণেই কোরআনে করীমে **আল্লাহ পাক** মহিলাদেরকে আদেশ ইরশাদ করেছেন যে, তারা যেনো নিজেদের ঘরেই অবস্থান করে এবং শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া নিজেদের ঘর থেকে বের না হয়। পর্দার এই আদেশ পবিত্র বিবিগণ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُنَّ কিভাবে আমল করেছেন। আসুন! এসম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ শ্রবণ করি।

(১) ঘর থেকে লাশই বের হবে

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বিবি হযরত সাওদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا একবার হজ্ব এবং ওমরা করে নিয়েছিলেন, এছাড়া আর হজ্ব এবং ওমরা করতেন না,

যার কারণে এরূপ বলতেন যে, আমি হজ্বও করেছি এবং ওমরাও করেছি, **আল্লাহ পাক** আমাতে আদেশ দিয়েছেন যে, আমি যেনো ঘরেই থাকি। **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি দ্বিতীয়বার ঘর থেকে বের হবো না। এই ঘটনা বর্ণনাকারী বুযুর্গ বলেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! তিনি তাঁর দরজার বাইরে আসেননি, এমনকি সেখান থেকে তাঁর জানাযাই বের হয়েছিলো। **(দুররে মনসুর, আল আহযাব, ৩৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৫৯৯,৬০০)**

সম্মানিতা বিবিগণ এবং পর্দা

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আমরা পবিত্র বিবিগণ (হজ্বের সফরে) **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম, যখন কোন বাহন আমাদের সামনে দিয়ে চলে যেতো তখন আমরা প্রত্যেকেই নিজের চাদরকে আমাদের মাথায় ঝুলিয়ে চেহারার সামনে করে নিতাম এবং যখন সামনে অগ্রসর হয়ে যেতো তখন আমরা চেহারা খুলে নিতাম।

(আবু দাউদ, কিতাবুল মানাসিক, বাবু ফিল মুহাররামাতি তাগলী ওয়াজহুহা, ২/২৪১, হাদীস ১৮৩৩)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনার শুনলেন তো যে, পবিত্র বিবিগণ পর্দার কিরূপ অনুসারী ছিলেন এবং **আল্লাহ পাকের** বিধানের উপর কিরূপ আমল করতেন। আহ! যদি আমাদের সমাজের ইসলামী বোনেরাও তাঁদের চরিত্র থেকে উপদেশ গ্রহন করে এবং বেপর্দার আপদ থেকে নিজেকে বাঁচায়, আমাদেরও উচিৎ যে, আমরা আমাদের মা, বোন, কন্যাদের এবং নিজের বান্ধবীদেরও এরূপ ঘটনাবলী শুনাতে থাকা, এভাবে তাদের মনে পর্দার গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে এবং তারা বেপর্দার আপদ ও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে নিরাপদ থাকতে সফল হতে পারবে।

একবার হযরত আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইশার নামাযের পর আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেদমতে উপস্থিত হলে তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কেন এসেছো? আরয করলেন: কিছু জরুরী কাজ ছিলো। বললেন: এই সময়ে? আরয করলেন: হুযুর! এই কাজ শরয়ী মাসাআলা শিখা সম্পর্কে। বললেন: এমন হলে তবে এসো! এরপর উভয়ে গভীর রাত পর্যন্ত ইলমী মুযাকারায় (জ্ঞানগর্ব আলোচনায়) লিপ্ত ছিলেন, (প্রায় সেহেরীর সময়) যখন আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যাওয়ার অনুমতি চাইলেন তখন হযরত ফারুকে আযম

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: বসুন! কোথায় যাচ্ছেন? আরয করলেন: (ফজরের নামাযের সময় হয়ে আসছে, এর পূর্বে) আমি চাই যে, কিছু নফল নামায আদায় করে নিবো। বললেন: আমরা নামাযেই রয়েছি (যে, মুহূর্তকাল দ্বীনি মাসআলার আলোচনা করা সারারাত ইবাদত করা থেকে উত্তম)। অতএব তিনি আবারো বসে গেলেন এবং উভয়ে আবারো শরয়ী মাসআলার ব্যাপারে আলোচনা শুরু করে দিলেন, এমনকি ফজরের সময় হয়ে গেলো। **(শরহে সহীহ বুখারী লি ইবনে বাত্তাল, কিতাবুল ইলম, বাবুস সামর ফিল ইলম, ১/১৯২)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে শুনছিলাম, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অসংখ্য গুণাবলী সম্পন্ন ছিলেন, এমন কোন নেক গুণাবলী রয়েছে, যা তাঁর মাঝে ছিলো না। ✯ তিনি **খোদাভীতি** সম্পন্ন এবং একনিষ্ঠ ইবাদত গুজার ছিলেন। ✯ সারা জীবন তাকওয়া ও পরহেযগারিতার অনুসারী ছিলেন। ✯ তাঁর চোখ প্রায় **খোদাভীতিতে** অশ্রুসিক্ত থাকতো। ✯ অপরকেও তাকওয়া ও পরহেযগারিতার শিক্ষা দিতেন। ✯ যারা তাঁর সহচর্যে থাকতো তারাও মুত্তাকী ও পরহেযগার হয়ে যেতো। ✯ অন্যের থেকেও **খোদাভীতি** সম্বলিত কথা শুনতেন। ✯ শিশুদেরকে নিজের জন্য ক্ষমার দোয়া করাতেন। ✯ সর্বদা **আল্লাহ পাকে** গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি ভীত থাকতেন। ✯ বিনয় ও একনিষ্ঠতার অনুসারী ছিলেন। ✯ দ্বীনের উন্নতির জন্য অসংখ্য খেদমত করেছেন। ✯ তাঁর খেলাফতকালকে ইসলামের উত্তম যুগ গন্য করা হয়, যা দ্বীনদারী ও ন্যায় পরায়ণতার যুগ ছিলো। ✯ তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকবর্তিকা ছিলেন। ✯ ইসলামের গর্ব ছিলেন। ✯ একজন অবিস্মরণীয় এবং প্রতিশ্রুতিশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মোটকথা আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বিশেষত্ব এবং খেদমত অনেক বেশি। তাঁর জীবনি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"ফয়যানে ফারুকে আযম"** অধ্যয়ন করুন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ এই মহান কিতাবটি দুই খন্ডে ছাপানো হয়েছে। নিজেও পড়ুন এবং অপর ইসলামী বোনকেও এর উৎসাহ প্রদান করুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখে ওমরের ফযীলত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মহত্ব ও শানের একটি দিক এটাও যে, তিনি ঐ সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অন্তর্ভূক্ত, যাঁদের ফযীলত এবং শানে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসংখ্য বাণী বিদ্যমান। তাঁকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে অসংখ্য এমন ফযীলত দান করা হয়েছে, যার মধ্যে কেউ তাঁর সাথে অংশীদার নেই। আসুন! আমরাও এই সকল ফযীলত থেকে কয়েকটি শুনি:

☆ **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজেই ইলম দান করেছেন। (বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে আসহাবুন নবী, ২/৫২৫, হাদীস ৩৬৮১) ☆ তাঁর খেলাফতের যুগের শক্তিকে বর্ণনা করেছেন। (বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে আসহাবিন নবী, ২/৫২৫, হাদীস ৩৬৮২) ☆ শয়তান আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে দেখে নিজের রাস্তাই পরিবর্তন করে নেয়। (বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে আসহাবিন নবী, ২/৫২৬, হাদীস ৩৬৮৩) ☆ তিনি নবী না হওয়ার পরও নবীদের মতো কথা বলতেন। (বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে আসহাবিন নবী, ২/৫২৮, হাদীস ৩৬৮৯) ☆ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর ইসলাম কবুলের জন্য দোয়া করেছেন। (তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৩৮৩, হাদীস ৩৭০৩) ☆ তাঁর ইসলাম কবুলে আসমানবাসীরাও আনন্দ উদযাপন করেন। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ফদলে ওমর, ১/৭৬, হাদীস ১০৩) ☆ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি আমার পর কোন নবী হতো তবে ওমর হতো। (তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৩৮৫, হাদীস ৩৭০৬) ☆ ইরশাদ করেন: আমার পর হক ওমরের সাথেই হবে, সে যেখানেই থাকুক। (মুসনাদে বাযার, আতা বিন আবী রিবাহ.., ৬/৯৮, হাদীস ২১৫৪) ☆ ফারুকে আযম (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) এর ভালবাসা ঈমানে জামানত স্বরূপ। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, ৭/৮, হাদীস ৩৬১১) ☆ তাঁকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। (বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে আসহাবিন নবী, ২/৫২৫, হাদীস ৩৬৮২) ☆ শয়তানও হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ভয় করে। (তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৩৮৭, হাদীস ৩৭১১) ☆ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার প্রতি হযরত ওমর (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, তার প্রতি **আল্লাহ পাক**ও অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। (জমউজ জাওয়ামেয়ে, ১/৮৩, হাদীস ৪৩৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেহমানদারীর আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ✯ মেহমানের উচিৎ যে, নিজের মেজবানের (পরিবারের কর্তা) ব্যস্ততা এবং যিম্মাদারীর প্রতি লক্ষ্য রাখা। ✯ হযরত মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মেহমানের জন্য চারটি বিষয় জরুরী: (১) যেখানে বসায়, সেখানেই বসা। (২) যা কিছু তার সামনে উপস্থাপন করে, তাতে খুশি হওয়া (এটা যেনো না হয় যে, এরূপ বলতে থাকা: এর চেয়ে ভালো খাবার তো আমি আমার ঘরেই খাই বা এরূপ অন্য বাক্য) (৩) মেজবান থেকে অনুমতি নেয়া ব্যতীত সেখান থেকে না উঠা এবং (৪) যখন সেখান থেকে চলে যাবে তখন তার জন্য দোয়া করা। **(ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুল কারাহিয়্যাতি, বাবু সানি আশর...., ৫/৩৪৪)** ✯ ঘর বা খাবার ইত্যাদির ব্যাপারে কোন ধরনের অভিযোগ না করা আর মিথ্যা প্রশংসাও না করা। মেজবানও মেহমানকে মিথ্যায় লিপ্ত করার মতো প্রশ্ন করবে না, যেমন; আমাদের খাবার আপনার কেমন ছিলো? আপনার পছন্দ হয়েছে নাকি হয়নি? এরূপ পরিস্থিতিতে যদি পছন্দ না হওয়ার পরও মেহমান সাধারনভাবে খাবারের মিথ্যা প্রশংসা করে তবে গুনাহগার হবে। এরূপ প্রশ্নও করবে না যে, "আপনি পেট ভরে খেয়েছেন নাকি খাননি?" কেননা এখানেও উত্তরে মিথ্যা বলার সম্ভাবনা রয়েছে যে, কম খাওয়ার অভ্যাস বা সতর্কতা অথবা অন্য কোন অপরগতার কারণে কম খাওয়ার পরও জোড়াজুড়ি থেকে বাঁচার জন্য মেহমানকে বলতে হয় যে, "আমি পেট ভরে খেয়েছি।" ✯ মেজবানের উচিৎ যে, মেহমানকে মাঝে মাঝে বলা যে, "আরেকটু খান" কিন্তু জোড় না করা। **(ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুল কারাহিয়্যাতি, বাবু সানি আশর...., ৫/৩৪৪)** যেনো জোড়াজুড়ির কারণে বেশি খেয়ে নেয়া আর তা তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়। ✯ মেজবানের একেবারে চুপচাপ থাকা উচিৎ নয় এবং এমনও করা উচিৎ নয় যে, খাবার রেখে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বরং সেখানে উপস্থিত থাকুন।

(ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুল কারাহিয়্যাতি, বাবু সানি আশর...., ৫/৩৪৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد